বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত ডায়াগনষ্টিক এক্সরে এর উপর ৬৫ তম RCO প্রশিক্ষণ কোর্স, ২৭-২৮ আগষ্ট ২০১৯ ইং এর প্রতিবেদন

আয়নায়ণকারী বিকিরণ সোর্স/যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীদেরকে সুষ্ঠুভাবে কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য পানিবিনি বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। দক্ষ বিশেষজ্ঞগণ বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর সাফল্যের মূল চালিকা শক্তি। বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা তেজস্ক্রিয় পদার্থ/সোর্স যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহারের সাথে জড়িত ঝুঁকি, আইনগত চাহিদা, এবং নিজের দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল থাকা প্রয়োজন।

২৭-২৮ আগষ্ট ২০১৯ইং তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, অথরিটি ভবনের ক্লাসরুমে আরসিও-দের জন্য ডায়াগনষ্টিক এক্সরে সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। আরসিও প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার (ঢাকা, জামালপুর, চট্টগ্রাম, ব্রাম্মনবাড়ীয়া, কুমিল্লা, মুন্সিগঞ্জ, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, নারায়নগঞ্জ, শরীয়তপুর, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, চাদপুর, নওঁগা, চুয়াডাঙা, খুলনা, মানিকগঞ্জ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৩৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, বাপশনিক প্রতিষ্ঠার পর ২০১৩ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১০টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৪৭৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৬৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০১৫ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১২টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৩৮৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০১৬ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৫৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০১৭ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১২টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০১৮ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৩টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০১৯ সালের জানুয়ারি-আগষ্ট মাস পর্যন্ত ০৮ টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি-আগষ্ট মাস পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ২৪৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। বাপশনিক প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত মোট ৮৩ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ৩১৬৫ (তিন হাজার একশত পঁয়ষট্টি) জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১২ই ফেব্রুয়ারি ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সময়কালে আরসিও-দের জন্য ডায়াগনষ্টিক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন মোট ১৫৫ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সনদপত্র প্রাপ্ত হন মোট ১৪২ জন এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ১৮৩ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সনদপত্র প্রাপ্ত হন মোট ১৪৭ জন। ২০১৫ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ডায়াগনষ্টিক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ১৬১ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সনদপত্র প্রাপ্ত হন মোট ১৩৮ জন। ২০১৬ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ডায়াগনষ্টিক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ২৫০ জন এবং উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সনদপত্র প্রাপ্ত হন মোট ২২১ জন। ২০১৭ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ডায়াগনষ্টিক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ১৯৬ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সনদপত্র প্রাপ্ত হন মোট ১৬৯ জন। ২০১৮ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ডায়াগনষ্টিক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ২৭৩ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সনদপত্র প্রাপ্ত হন মোট ২২৯ জন। ২০১৯ সালের জানুয়ারি-আগষ্ট মাস পর্যন্ত ডায়াগনষ্টিক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ১৩৭ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সনদপত্র প্রাপ্ত হন মোট ১২৪ জন।

উল্লেখ্য যে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামতের আলোকে কোর্সের সামগ্রিক মান উন্নয়ণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।